দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ওসমানীনগরে রাগীব-মজনু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা

■ ওসমানীনগর (সিলেট) সংবাদদাতা

জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার এড়াতে পলাতক কথিত দানবীর রাগীব আলীর মালিকানাধীন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ব্যয়নির্বাহ প্রশ্নে ওসমানীনগর উপজেলার পশ্চিম শৈলনপুর ইউনিয়নের ইশাগ্রাই গ্রামের রাগীব-মজনু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পড়েছেন দুশ্চিন্তায়। জানা গেছে, প্রায় ৭৬ শতাংশ জমির উপরে ২০০৪ সালের ৯ এপ্রিল ইশাগ্রাই গ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী মজনু মিয়া একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে মজনু মিয়া একাডেমি নামে প্রতিষ্ঠানটি চালু করেন। আর্থিক ব্যয় মেটানো তার একার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি রাগীব আলীর কাছে বিক্রি করে দেন। এ বছরের জানুয়ারি থেকে রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছিল।

সপরিবারে রাগীব আলী দেশ ত্যাগ করায় প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও আটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশায় ভুগছেন। অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না। তবে তারা অনেকটাই আশাবাদী যে এর পরিচালনায় কোনো সমস্যা হবে না। এমপিওভুক্তির ঝামেলার কারণে এখন বিদ্যালয়ের কোথাও রাগীব আলীর নামে সাইনবোর্ড ঝোলানো সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল কাগজপত্রেও প্রতিষ্ঠাতা মজনু মিয়ার নামটি রয়েই গেছে। এবং এখনও পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিষ্ঠাতার নিকট আত্মীয় সৈয়দ আখলাল আহমদ চৌধুরী। শুধু আর্থিক বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের সিলেট অফিস থেকে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো: রমজান আলী বলেন, ২০১৪ সালে মজনু মিয়া একাডেমি নামেই প্রতিষ্ঠানটির এমপিও'র জন্য আবেদন করা হয়েছিল।

ওসমানীনগরের ইউএনও মোহাম্মদ শওকত আলী বলেন, বিদ্যালয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। তবে আমি সেটি পরিদর্শন করে আইনগত কোনো সহযোগিতা করার কিছু থাকলে আমি তা করব।